সমকাল

28 2013

কওমির সনদে মিলবে সরকারি চাকরি

মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত খসড়া উঠছে আজ

■ সমকাল প্রতিবেদক

অবশেষে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারি স্বীকৃতি মিলছে। শিক্ষার মূল স্রোতে প্রবেশ করছেন কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। ইসলামী এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এখন থেকে প্রতিযোগিতামূলক যে কোনো পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে যোগ দিতে পারবেন। এ লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' আইনের চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করেছে। আইনটি অনুমোদনের জন্য আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে উত্থাপিত হচ্ছে। সরকারি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, আলেম-ওলামাদের সঙ্গে আলোচনা করেই কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে। কওমি মাদ্রাসা নিয়ে যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত এসব মাদ্রাসার আলেম-ওলামারাই নেবেন বলে শিক্ষানীতি-২০১০-এ উল্লেখ রয়েছে। শিক্ষানীতির আলোকেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রথম সরকারিভাবে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার স্বীকৃতি দিয়ে তাদের শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অনুসারে সনদ দেওয়া হবে।

সূত্র জানায়, আইনের খসড়ায় বলা হয়েছে, ঢাকায় থাকবে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কার্যালয়। এতে একজন চেয়ারম্যান ও নয়জন সদস্য থাকবেন। এর মধ্যে সাতজন কওমি শিক্ষায় শিক্ষিত শীর্ষস্থানীয় আলেম, যুগ্মসচিব কিংবা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন এবং মহিলা কওমি মাদ্রাসার একজন প্রতিনিধি। কর্তৃপক্ষ একজন সচিব নিয়োগ দেবেন। চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য চার বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। চেয়ারম্যান অথবা কোনো সদস্যের প্রতি কর্তৃপক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অনাস্থা প্রকাশ করলে সরকার তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারবে। চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে শূন্যপদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে মনোনীত কোনো সিনিয়র সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। বেফাকুল মাদারিস বাংলাদেশ, ইত্তেহাদুল মাদারিস চট্টগ্রাম, এদারায়ে তালিম সিলেট, তানজিমুল মাদারিস উত্তরবঙ্গ, গওহরডাঙ্গা বেফাক বোর্ড ফরিদপুর- এ পাঁচটি বোর্ডের প্রধান/সচিবরা পদাধিকারবলে কর্তৃপক্ষের সদস্য হবেন।

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ইবতিদাইয়্যাহ (প্রাথমিক), মুতাওয়াসসিতাহ (নিম্ন মাধ্যমিক), সানাবিয়্যাহ আম্মাহ (এসএসসি), সানাবিয়্যাহ খাসসাহ (এইচএসসি) স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম, সনদ প্রদান এবং এফিলিয়েটিং অথরিটি হিসেবে পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। তবে কর্তৃপক্ষের অধিভুক্ত কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাই কেবল সনদ লাভের যোগ্য হবেন। পৃথক কওমি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই কর্তৃপক্ষ মারহালাতুল ফজিলত ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

কওমির সনদে মিলবে সরকারি চাকরি

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

(স্নাতক সম্মান) এবং মারহালাতুত তাকমিল (দাওরায়ে হাদিস-স্নাতকোত্তর) দুটি স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম এবং সনদ প্রদানকারী হিসেবে কাজ করবে। কর্তৃপক্ষের কাজ হবে কওমি মাদ্রাসার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর সনদ প্রদান। এ ছাড়া তাদের কাজ হবে অন্যান্য বোর্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও নিজেদের মতো করে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করে শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন। এর মধ্য দিয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় কওমি শিক্ষা ব্যবস্থা একটি শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসাই সরকারের উদ্দেশ্য।

কওমি নিসাব অনুসরণ করেই কওমি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করবে। তবে ইবতিদাইয়্যাহ (প্রাথমিক), মুতাওয়াসসিতাহ (নিম্ন মাধ্যমিক), সানাবিয়্যাহ আম্মাহ (এসএসসি), সানাবিয়্যাহ খাসসাহ (এইচএসসি) পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই বাংলা, ইংরেজি, গণিত বাধ্যতামূলক হিসেবে রাখা হচ্ছে। মুতাওয়াসসিতাহ ও সানাবিয়্যাহ আম্মাহ স্তরে পর্যায়ক্রমে সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, কম্পিউটার, ভূগোল, কৃষি ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হবে। সানাবিয়্যাহ খাসসাহ স্তরে যুক্তিবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস বিষয় রাখা হচ্ছে।

এ ছাড়া কর্তৃপক্ষ বিধি মোতাবেক কওমি মাদ্রাসা স্থাপন, প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করবে। জ্ঞানের বিকাশ, বিস্তার ও অগ্রগতির লক্ষ্যে শিক্ষাদান এবং গবেষণার ব্যবস্থা করবে। শিক্ষকদের বুনিয়াদি, চাকরিকালীন এবং বিষয়ভিত্তিক অগ্রসর জ্ঞানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করবে এই কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া তারা শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা বিখ্যাত কোনো মাদ্রাসার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও যৌথ একাডেমিক কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

সূত্র জানায়, দেশে প্রায় ২৫ হাজার কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। তবে এসব মাদ্রাসায় কত সংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছে তার কোনো পরিসংখ্যান নেই। একটি বিশেষ মহলের নেতিবাচক ভূমিকার কারণে কওমি মাদ্রাসাগুলো একই ছাতার নিচে আনা সম্ভব হয়নি। একটি রাজনৈতিক দল নেপথ্যে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অধিভুক্ত না হওয়ার জন্য ওইসব মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্ররোচনা দিয়ে আসছে।

মহাজোট সরকার ২০১২ সালের ১৫ এপ্রিল কওমি শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে হেফাজতে ইসলামের আমির শাহ আহমদ শফীকে চেয়ারম্যান করে ১৭ সদস্যের কমিশন গঠন করে। কো-চেয়ারম্যান হন কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহের খতিব মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ। সদস্য সচিব করা হয় গোপালগঞ্জের গওহরডাঙা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা রুহুল আমীনকে। কিন্তু এ দু'জনকে কমিশনে সম্পৃক্ত করায় অন্য আলেমরা আপত্তি জানান। পরে কো-চেয়ারম্যান-১ পদে মাওলানা আশরাফ আলীকে ও সদস্য সচিব পদে মাওলানা আবদুল জব্বারের নাম দিয়ে কমিশন পুনর্গঠন করার দাবি জানান আল্লামা আহমদ শফী। একই সঙ্গে বেফাকের নামে কওমি সনদের স্বীকৃতি দেওয়া, বেফাককে অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় করা, সরকারি অনুদান গ্রহণ না করা ও কওমি মাদ্রাসার পাঠপদ্ধতি পরিবর্তন না করাসহ আটটি প্রস্তাব তুলে ধরেন তিনি। সরকারের সঙ্গে দুটি বৈঠকের পর এসব দাবি পূরণ না হওয়ায় আল্লামা আহমদ শফী কমিশনের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকেন। এরপরও এই কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষানীতি-২০১২' হস্তান্তর করে।